দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JUL 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

176

ঢাকা ভার্সিটি বাসগুলি নিয়মিত চলছে না ঃ ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে প্রতিবছর ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য নিয়োজিত ১৭টি বাস নিয়মিত চলছে না। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

১৯৯৪–৯৫ অর্থ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই খাত থেকে এসেছে মাত্র ১৩ লাখ টাকা। কর্তৃপক্ষ পরিবহন খাতের ব্যয় কমিয়ে গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রবৃত্তি খাতে বরাদ্দ বেশী দেয়ার জন্য চিন্তা–ভাবনা করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন দফতরের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে–

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি বাসগুলি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ, উত্তরে সাভার, টঙ্গীসহ মহানগরীর বিভিন্ন রুটে প্রতিদিন ১৭টি বাসের দৈনিক ১শ' ট্রিপ দেয়ার কথা।

কিন্তু প্রতিদিনই গাড়ির পার্টস নষ্ট, তেল কম প্রভৃতি অজুহাতে ৫০ থেকে ৬০ ট্রিপ দিচ্ছে। এছাড়া জানা গেছে, প্রতিদিন ১৭টি গাড়ির সবগুলি নিয়মিত চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসির) দুটি গাড়ি দিয়ে প্রতিদিন দুইটি ট্রিপ দেয়ার জন্য চুক্তি করলেও সেগুলিও নিয়মিত তাদের চুক্তি পালন করছে না।

একটি সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখার এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল থেকে ৫টি বিকল বাসের বেশ কিছু পার্টস চুরি হয়ে গেছে।

এখানে ৬টি বিকল বাস দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বাস পরীক্ষামূলকভাবে এ বছরের প্রথম দিকে মেরামত করে চলাচলের যোগ্য করে। পার্টস চুরিসহ পরিবহন শাখার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে পুলের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কথা বলতে রাজী হননি।

এছাড়া গাড়িগুলির চালক "মাইলেজ" দেখিয়ে প্রতিদিন গাড়ির তেল চুরি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা অনেক সময় নির্ধারিত কয়েকটি বাস স্টপেজে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে বহিরাগত যাত্রীদের আনা–নেয়া করছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৬ হাজার ৪শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আবাসিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১০ হাজারের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসসহ মোট ১৩টি হলে এরা থাকেন। বাকি ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন স্থান, সাভার, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়মিত ক্যাম্পাসে ক্লাস করতে আসাযাওয়া করেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই একটি অভিযোগ– বাসগুলি বিভিন্ন অজুহাতে নিয়মিত চলাচল করছে না।